ভাসা ভাসা ভাষা জ্ঞান, এবং ‘বিজ্ঞ অব্বাচীন’গন

বলো তো, দেয়াল কে ইংলিশে কি বলে।
স্যার ‘ওয়াল”
‘ওয়াল’ বানান করো তো
Wal
হয় নাই, ওয়াল’ বানান হচ্ছে , Wall
স্যার একটা ‘এল’ দিলেও হয়, তবে আপনার মত দুইটা ‘এল’ দিলে ‘ওয়াল’টা বেশী শক্ত হয়!!!
এই হচ্ছে ছাত্রের ভাষা জ্ঞানের নমুনা।

ভাসা ভাসা জ্ঞানঃ শুধু সেই ছাত্রই নয়, ঐতিহাসিক বিষয়েও অনেক নামী দামী সাহিত্যিকের জ্ঞান দেখলে তাদের জন্য করুনা হয়। যেহেতু ইতিহাসের পাঠকের তূলনায়, সাহিত্য’র পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশী, তাই দেখা যায় অনেকেই ভূল ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, যা সাধারন পাঠক বা শ্রোতাকে সহজেই বিভ্রন্ত করতে পারে। আর এই ধরনের ভূল ইতিহাসের প্রধান সূত্র হচ্ছে সাহিত্যিক’দের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলী। তাই ইতিহাসের স্বার্থে সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনা নিয়ে ব্যাস্ত থাকাই শ্রেয়।

কয়েকটা উদাহরন দিলে ব্যাপারটা পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে। বেশ কিছুদিন আগে আমার এক কট্টর ধার্মিক বন্ধু আমাকে ‘বেকিং নিউজ’ দিল,
“জানিস ‘আলেকজেন্ডার দ্য গ্রেইট’ আমাদের নবী ছিলেন!!”
আমি বললাম, জানতাম না যে মেসিডোনিয়া’র রাজা ফিলিপের ছেলে, এরিস্টোটলের ছাত্র আলেকজেন্ডার, যার ঘোড়ার নাম ‘বুসিফেলাস, তিনি আমাদের নবী ছিলেন! তবে ‘আলেকজেন্ডার দ্য গ্রেইট’ যে ‘গে’ ছিলেন তা জানি। তা বন্ধু, তোমার এই তথ্যের সূত্র কি?
আমার বন্ধু উত্তর দিল, হুমায়ুন আহমেদের এক বইয়ে লেখা আছে, ‘আলেকজেন্ডার দ্য গ্রেইট’ আমাদের নবী ছিলেন, যার আসল নাম ‘জুলকারনাইন’!
আমি বললাম, সাহিত্য বা রসায়ন’এর ব্যাপার হলে হুমায়ুন আহমেদের রেফারেন্স আমি সিরিয়াসলি নিতাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইতিহাস বিষয়ে হুমায়ুন আহমেদের জ্ঞান সেই ছাত্রের ইংরেজী জ্ঞান’এর চেয়ে খুউব বেশী ‘শক্ত’ নয়! বন্ধু তুমি হুমায়ুন আহমেদের লেখা পড়ে আলেকজেন্ডার’এর মত একজন মানুষ’কে নবী বলে চালানোর অপচেষ্টা করেছিলে, তাই আমার মতে, তোমার ‘তওবা’ করা উচিত।

কিছু দিন আগে দেখি, সিডনি'র এক বিজ্ঞ অর্বাচীন, ভাষা আন্দোলন প্রসংগে ভাষাসৈনিক এবং চরমপত্রখ্যাত সাংবাদিক এম, আর আখতার মুকুল, সাংবাদিক শফিক রেহমান বা শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্যের বিপরীতে কবি র্নিমলেন্দু গুনের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। কবি র্নিমলেন্দু গুন, আমার অতন্ত্য প্রিয় কবি, কিন্তু ইতিহাসবিদ নন। ঐতিহাসিক ব্যাপারে তার উদ্ধৃতি ব্যাবহার, ভাসা ভাসা জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু বাকপটু, বিজ্ঞ অর্বাচীন'দের পক্ষেই সম্ভব।

এইতো গেল সিডনীর কথা, আমাদের দেশের পত্রপত্রিকায়, জাতীয় দৈনিকে দেখি বছরের পর বছর একই ভূলের পূনরাবৃত্তি হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক (!) সুভাষ সিংহ রায়, গত দুই বছর ধরে জনকণ্ঠে লিখেই চলেছেন বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানে দেশে প্রত্যার্বতন করেন। জানিনা সুভাষ সিংহ রায় ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, ভারতে ছিলেন কি না, তবে ঢাকায় যে ছিলেন না, তা তার লেখা পড়েই বুঝা যায় (বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্স' এর বিমান 'কমেট'এ ঢাকা প্রত্যার্বতন করেন।

আমরা আসলেই আত্মবিস্মৃত একটি জাতি, অনিচ্ছাকৃত ভূল ইতিহাস বলা আর ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাস বিকৃত করা আমাদের মজ্জাগত হয়ে গ্যাছে বা যাচ্ছে।

অতীশ দীপংকরঃ ১৯৮০ সালের দিকে আমদের দেশে হটাৎ করে 'শোর' উঠল যে বাংলার ছেলে, আমাদের অতীশ দীপংকর ভারতর্বষ থেকে হিমালয় পর্বত পাড়ি দিয়ে চীন্ দেশে যান এবং বৌদ্ধ র্ধম প্রচার করেন। অতীশ দীপংকর যে বাঙালি ছিলেন এবং তার বাড়ি যে বিক্রমপুরে তা বার বার প্রচার করা হতো সেই সময়।

(প্রায় একই সময়ে একটি বাংলা গানও খুব জনপ্রিয় ছিল, "বিক্রমপুরে বাপের বাড়ি, ছিল একদিন পদ্মার পার, মামার বাড়ি মধুপুরে, নিজের বাড়ি নাই আমার ... । এই গানের সাথে অতীশ দীপংকর'এর কোন যোগসূত্র যে নাই, তা বলাই বাহুল্য)।

গবেষনামূলক গ্রন্থ **'ভলগা থেকে গঙ্গা'**র রচয়িতা, বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ এবং ঐতিহাসিক **রাহূল সাংকৃত্যায়ন**, তার **'তিব্বতে সওয়া বছর'** গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমান করে দেখিয়েছেন, অতীশ দীপংকর বিহারের 'বিক্রমশীলা' নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না। কিন্তু দুক্ষের বিষয় হলো, আমদের দেশের একজন বুদ্ধিজীবি বা ঐতিহাসিকও এই ভূল শুধরানোর প্রয়োজনীতা এখন পর্যন্ত অনূভব করলেন না।

৮০'র দশকে 'যায় যায় দিন' নিষিদ্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে, সাংবাদিক মিনার মাহমুদের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক বিচিন্তা বা এই ধরনের নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হতো। সাংবাদিক মিনার মাহমুদ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং মংলা বন্দরের উপর ফিচার লিখে বেশ নাম করেছিলেন সেই সময়।

আমি অতীশ দীপংকর সম্পর্কে সংগৃহীত সব তথ্যপ্রমান নিয়ে মিনার মাহমুদের অফিসে যাই, আশা করেছিলাম, মিনার মাহমুদ এই চাঞ্চলকর খবরটা লুফে নিবেন এবং তার সাপ্তাহিকে প্রকাশ করবেন। মিনার মাহমুদের অফিসে গিয়ে দেখি, মিনার মাহমুদ তার এক বান্ধবীর সাথে চুটিয়ে গল্প করতে ভীষন ব্যাস্ত। অনেকক্ষন অপেক্ষা করার পর বললেন, রেখে যান পরে দেখব! তার কিছু দিন পরে মিনার মাহমুদের সেই বান্ধবী অবশ্য, মিনার মাহমুদ'কে কিছুদিনের জন্য বিয়ে করেছিলেন। এবং আরও কিছুদিন পরে মিনার মাহমুদ আমেরিকা চলে যান। আর মিনার মাহমুদের সেই বান্ধবীর নাম হচ্ছে 'তসলিমা নাসরীন।

অতীশ দীপংকর একজন অতন্ত্য জ্ঞানী ব্যাক্তি ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ র্ধম প্রচারক ছিলেন। অতীশ দীপংকর'এর জন্মস্থান বাংলাদেশ না বিহারে, তাতে অতীশ দীপংকর'এর মত একজন মানুষের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু তার জন্মস্থান নিয়ে এই কারচুপি আমাদের জাতীয় দৈন্যতারই বহিঃপ্রকাশ।

চাকা পূনঃআবিস্কারঃ আমার ভাষা জ্ঞান সীমিত, আর যেহেতু আমি অভ্র সফটওয়্যার ব্যাবহার করি তাই অনেক বাংলা বানান ভূল হয়ে যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আমার পড়াশূনা বা গবেষনা, মূলত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই। আমার ভাষা জ্ঞান সীমিত হলেও, আমি একজন অতন্ত্য সচেতন পাঠক।

সম্প্রতি আমাদের দেশের কিছু আঁতেল, তাদের পশ্চিম বাংলার গুরুদের অনুকরনে বাংলাভাষায় নতুন নতুন শব্দ যোগ করার অপচেষ্টা করছেন। যেমন সেলফোন'কে মুঠোফোন বলছেন! পশ্চিম বাংলার গুরুদের অনুকরনে বলছি এই কারনে, কারন কয়েক দশক আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় দেখেছিলাম, 'ফাইবার গ্লাস' কে 'কাচতন্তু' লেখা হয়েছিল!! এইসব আঁতেল'দের দেখে মনে হচ্ছে, 'মাংকি সি, মাঙ্কি ডু'। বাংলা ভাষার জন্য আমাদের দেশেই মানুষ জীবন দিয়েছিল, পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীরা নয়। তাই আমাদের অন্ধ অনুকরনের বা চাকা পূনঃআবিস্কার এর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

এই ধরনের বাংলা প্রতিশব্দ শুধু শ্রুতিকটুই নয়, একই সাথে রীতিমত হাস্যকর এবং ছেলেমানুষী'ও বটে। আমাদের স্কুল জীবনে আমরা এই ধরনের ব্যর্থ অপচেষ্টার গিনিপিগ হিসাবে ব্যাবহৃত হয়েছিলাম। আমদের সময় অক্সিজেন'কে অম্লজান, কাব্বন ডাই অক্সাইড'কে অঙ্গার দ্বি অম্লজ বলে বিজ্জান ক্লাসে পড়ানো হতো। কি চরম নির্বুদ্ধিতা!! ফলে সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং অম্লজান ও অঙ্গার দ্বি অম্লজ একসময় বইয়ের পাতা থেকে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

অক্সিজেন', কাব্বন ডাই অক্সাইড' একাডেমী'র মত; ইংরেজী এবং আর্ন্তজাতিক শব্দ হলেও, সেলফোন, কম্পিউটার, মাইক্রোওয়েভ, ল্যাপটপ, ডাউন লোড এর মত ইংরেজী এবং আর্ন্তজাতিক শব্দগুলির জন্ম গত কয়েক দশকে। এই শব্দগুলি আর্ন্তজাতিক শব্দ, এই ধরনের বহুল প্রচলিত এবং একই সাথে নতুন আর্ন্তজাতিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বানানোর অপচেষ্টা না করে বরং অন্য সৃজনশীল কাজে সময় ব্যয় করলে ভাষার উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

যেই ভাষা যত বেশী অর্ন্তজাতিক শব্দ গ্রহন করে, সেই ভাষা তত বেশী প্রচলিত এবং গ্রহনযোগ্য হয়। ইংরেজী ভাষাই হচ্ছে তার জ্বলন্ত উদাহরন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে কয়েক শতক আগেও, বাংলা ভাষায়, দাড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইত্যাদির অস্তিত্বও ছিল না। ইংরেজী ভাষা থেকে যে তা হুবহু গ্রহন করা হয়েছে তা বুঝতে কারোই অসুবিধার কথা নয়। **এখানে লক্ষ্যনীয় যে শুধুমাত্র ফুলস্টপ এর সাথে দাড়ি'র অমিল, কারন বাংলা ভাষায় ফুলস্টপ এর মত ডট গ্রহন করলে, ব এবং ড' এর সাথে র এবং ড় এর মিশ্রনের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। বাকি সব চিহ্ন একদম এক।**

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত, মহান মুক্তিযুদ্ধএর বিজয়ের ফলশ্রুতিত্ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলাভাষা আজ একটি রাষ্ট্র ভাষা। বাংলা ভাষা, আসাম বা পশ্চিম বাংলায় বিলুপ্ত হলেও হতে পারে, কিন্তু যতদিন বাংলাদেশ আছে, ততদিন বাংলাভাষা পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে। বাংলাদেশ'ই হচ্ছে বাংলাভাষার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশ'ই হচ্ছে ভাষার ভিত্তিতে সৃষ্টি পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র দেশ! ভাষার নামেই আমাদেরএই দেশের নাম! আসুন, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করি এবং হাস্যকর, উদ্ভট বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি (অনাসৃষ্টি) করা থেকে বিরত থাকি।

একুশ ফেব্রুয়ারী এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সব মহান শহীদ'দের পবিত্র স্মৃতির প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

এইবার সুভাষ সিংহ রায়'এর মত এক বিজ্ঞ অব্বাচীন শিক্ষকের জ্ঞানের কথা বলে আমার লেখা শেষ করছি।

স্কুলে ছাত্র উচ্চস্বরে পড়ছে
"কপোল ভিঁজিয়া গেল, নয়নের জলে"!

"কপোল ভিঁজিয়া গেল, নয়নের জলে"!!

"কপোল ভিঁ—জি--য়া গে-----ল, নয়নের জলে"!!!

স্যার, কপাল কি ভাবে ভিঁজে, নয়নের জলে? স্যার কপাল তো চোখের উপরে?

ভাসা ভাসা ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন বিজ্ঞ অব্বাচীন' শিক্ষক (কপোল মানে যে গাল, সেই সম্পর্কে অজ্ঞ), অনেক চিন্তা করে উত্তর দিলেন, পরের লাইনটা ছাপা হয় নাই, পরের লাইনটা হবে,

'দুই ঠ্যাং বাধা আছে, তমালের ডালে'

এখন পড়

"কপোল ভিঁজিয়া গেল, নয়নের জলে
দুই ঠ্যাং বাধা আছে, তমালের ডালে'।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনি ১৮ফেব্রুয়ারী ২০১২ victory1971@gmail.com